০১ মে ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ এপ্রিল ২০১৫

জনগণের সঙ্গে প্রতারনার মধ্যে দিয়ে পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত
রাজনৈতিক সহিংসতা
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা
নারীর প্রতি সহিংসতা
নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)
এখনও বলবৎ
***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস

কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

জনগণের সঙ্গে প্রতারণার মধ্যে দিয়ে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

১. গত ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে প্রতারনার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকারকে ভয়াবহভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারের চাহিদা মোতাবেক ২৮ এপ্রিল এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।[১] নির্বাচন প্রহসনমূলক হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই নির্বাচনকে "সুষ্ঠু ও অবাধ" বলে ন্যায্যতা দিয়েছেন।

২. নির্বাচনের আগে রাস্তায় নামলেই গ্রেফতার ও বাধার সম্মুখিন হয়েছেন ২০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকরা।[২] অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রার্থী যেমন গণসংহতি আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী এবং সিপিবি-বাসদের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপরও বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে সরকার সমর্থকরা। নির্বাচনে প্রচারনা চালাতে গিয়ে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়িতে গুলিবর্ষণসহ কয়েকবার হামলা করেছে সরকার সমর্থকরা। এছাড়াও সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।[৩] নির্বাচনের আগে গত ২৩ এপ্রিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, "নির্বাচনে কিভাবে জয়ী হতে হয় আওয়ামী লীগ তা ভালভাবেই জানে"।[৪] এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ এপ্রিল ব্যাপকভাবে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। এর প্রতিবাদে দুপুর ১২ টার পর তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দল সমর্থিত প্রার্থীরা এবং বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী জোনায়েদ সাকি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবদুল্লা আল কাফি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী বজলুর রশীদ ফিরোজ এবং জাতীয় পার্টির সমর্থিত ঢাকা দক্ষিণের প্রার্থী সাইফুদ্দিন মিলন নির্বাচন বর্জন করেন। বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও সহিংস ঘটনা ঘটার সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকলেও তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ছিল দৃশ্যমান এবং অনেক জায়গাতেই তাঁদেরকে সরকার সমর্থকদের সহায়তা করতে দেখা গেছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করতে প্রায় ৫০০ ম্যাজিস্ট্রেট মাঠে থাকলেও তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিষ্ক্রিয়।[৫] এছাড়া গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ সংগ্রহ ও ছবি তোলার সময় বাধা দেয়া হয়।

---

[১] ২০১২ সালে সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে কমিশনার মনোনীত করে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়।
[২] নয়াদিগন্ত , ২০ এপ্রিল ২০১৫
[৩] মানবজমিন, ১৭এপ্রিল ২০১৫
[৪] মানবজমিন, ২৩ এপ্রিল ২০১৫
[৫] যুগান্তর, ২৯ এপ্রিল ২০১৫

৩. তিনটি সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন কমিশন *অধিকারকে* নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দেয়ায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা ভোটকেন্দ্রগুলোর বাইরে থেকে নির্বাচনের সার্বিক অবস্থা এবং সহিংস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।[৬] তবে চট্টগ্রামে মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িতরা অনুমতি নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় করে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। অসংখ্য অনিয়মের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ নিচে দেয়া হলোঃ

৪. নির্বাচনের আগের রাতেই রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কোথাও কোথাও প্রিজাইডিং অফিসারকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। ঢাকা দক্ষিণের খিলগাঁও সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার স্কুলের (কেন্দ্র নং-১৯) প্রিজাইডিং অফিসারকে ছুটি দেয়া হয়েছে বলে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় সরকার সমর্থকরা। অনেক কেন্দ্রের বাইরে যুবলীগ কর্মীদের পাহারা দিতে দেখা গেছে। একই রকম চিত্র দেখা গেছে খিলগাঁও সরকারি কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা উত্তর ৩৬ নং ওয়ার্ডের শেরে বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ এবং নাখাল পাড়া আলী হোসেন স্কুলেও।[৭] মিরপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভোটের আগের দিন রাত আনুমানিক আড়াইটায় স্থানীয় দুবৃর্ত্ত মুন্নাসহ আরও ৫/৬ জন অস্ত্রসহ প্রবেশ করে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত উত্তরের মেয়র প্রার্থী আনিসুল হকের টেবিল ঘড়ি মার্কা ব্যালটে সিল মারে।[৮] ঢাকা দক্ষিণের নারিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দরজা বন্ধ করে ভোট দেয়া হয়। এই সময় সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়া হয় বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় ভোটাররা। এই কেন্দ্রটি আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন ও কাউন্সিলর প্রার্থী সারোয়ার হাসানের এজেন্টরা দখলে নিয়ে নেয়। দক্ষিণ মৈসন্ডি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রবেশ পথে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন ও কাউন্সিলর প্রার্থী সারোয়ার হাসানের ব্যাজ পরে শতাধিক ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় ঐ কেন্দ্রে ভোটাররা ঢুকতে চাইলে ব্যাজ পরা কয়েকজন যুবক তাঁদের বাধা দেয়।[৯] বহু কেন্দ্র থেকে ২০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থীর এজন্টদের বের করে দেয়া হয়। ঢাকা উত্তরের মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ইনস্টিটিউট ভোটকেন্দ্র থেকে ২০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্টদের পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশের দাবি তাঁরা মামলার আসামী।[১০] অনেক জায়গাতেই সাংবাদিকদের ওপর হামলা, ক্যামেরা ভাংচুর ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কেন্দ্র ছাড়া করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এই ঘটনায় অন্তত ছয়জন সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়েছে। ভয় দেখিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হয়েছে আরও ২৫জন সাংবাদিককে।[১১] ঢাকা উত্তরের মোহাম্মদপুর এলাকার তিনটি ভোটকেন্দ্রে গণমাধ্যম কর্মীদের ছবি তুলতে বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশের এস আই গোলাম কবির জানান "পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে গণমাধ্যম কর্মীদের ছবি তুলতে দেয়া হচ্ছে না"।[১২] *অধিকার* এর পর্যবেক্ষণকৃত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা উত্তরের এমডিসি মডেল ইনস্টিটিউ ভোটকেন্দ্র ও দক্ষিণের ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও কোন বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে ভোটকেন্দ্রের বাইরে দেখা যায়নি। প্রতিটি কেন্দ্রের বাইরে সরকার সমর্থিত প্রার্থীর লোকজনকে ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে দেখা গেছে। বিএনপিসহ ২০ দলীয় জোটের সমর্থকদের ভোটার স্লিপ দিতে দেয়া হয়নি। আবার পুলিশ সরকারি দলের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর পোস্টার সংবলিত ভোটার স্লিপ ছাড়া সাধারণ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ভোটার। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ইস্টবেঙ্গল ইনস্টিটিউশন ভোটকেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৯টায় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর

[৬] গত ১২ এপ্রিল অধিকার তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে।
[৭] মানবজমিন অনলাইন ২৮ এপ্রিল ২০১৫
[৮] মানবজমিন, ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[৯] প্রথম আলো অনলাইন ২৮ এপ্রিল ২০১৫
[১০] প্রথম আলো অনলাইন ২৮ এপ্রিল ২০১৫
[১১] প্রথম আলো, ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০১৫
[১২] প্রথম আলো অনলাইন ২৮ এপ্রিল ২০১৫

সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকনের ব্যাজ লাগানো কয়েক'শ লোক ভোটকেন্দ্রের চারপাশে অবস্থান নেয়। এই সময় ২০/২৫ জন কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করে। আধা ঘন্টারও কিছু বেশী সময় সেখানে অবস্থানের পর তারা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে। সুরিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা দুই জন নারী ভোটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে *অধিকারকে* জানান, সকাল ৯টায় তাঁরা ভোটকেন্দ্রে এসেছেন। কেন্দ্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক এসে তাঁদের বলেন, "আপনাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে, আপনারা চলে যান"। ঢাকা দক্ষিণের পগোজ স্কুল ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুই গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। এই সময় একপক্ষ কেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। ২ ঘন্টা পর আবারো ভোটগ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু ততক্ষণে আতঙ্কে সাধারণ ভোটাররা কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেছেন। ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী আব্দুল মান্নানের ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন স্লিপ প্রদান ক্যাম্প ভাংচুর করে সরকার সমর্থকরা।[১৩] তেজগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ভোট কেন্দ্রে বুথ দখল করে একদল কর্মীকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর প্রতীকে ব্যাপকভাবে সিল মারতে দেখা গেছে। এই সময় ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা প্রিজাইডিং অফিসার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন। এই ভোট জালিয়াতির ঘটনা বিবিসি'র এক সংবাদদাতা প্রত্যক্ষ করেন।[১৪] বিকেল চারটায় ভোটগ্রহণ শেষ হলেও উত্তরার নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সরকার সমর্থকরা বিনা বাধায় ব্যালটে সিল মারে।[১৫] ঢাকার নারিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টায় প্রিসাইডিং অফিসার ওবায়দুল ইসলামকে ব্যালট পেপারে সিল মারতে দেখা যায়।[১৬]

৫. চট্টগ্রামের সিটি করপোরেশ নির্বাচনে মোট ৭১৯ ভোটকেন্দ্রের মধ্যে জাল ভোট ও সরকার সমর্থকদের তাণ্ডব দেখা গেছে অন্তত ৫০০ ভোটকেন্দ্রে।[১৭] চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের আলী আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট শুরু হলে তিন-চারশ যুবক সব ভোটারদের বের করে দিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে ব্যালটে সিল মারার পর মিছিল করে।[১৮] সকাল আনুমানিক ৯টায় ফতেয়াবাদ ছড়ার কুল এলাকার আলি আহমদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রামের মেরিট বাংলাদেশ স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গুলি ছুঁড়ে দখলে নেয়। এছাড়া বলিহার হাট সানোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর বারোটায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।[১৯] নিউ টাইগারপাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে মারুফ নামে ১৪ বছরের এক শিশুকে দিয়ে পাঁচটি জাল ভোট দেয়ানো হয়।[২০] অন্যদিকে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি হাইস্কুলের ভোট কেন্দ্রে মা ভোট দিতে আসতে না পারায় মায়ের হয়ে আট বছরের শিশু আবরার ভোট দিয়ে দেয়।[২১]

৬. *অধিকার* দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংকট ও এই ব্যাপারে সৃষ্ট ব্যাপক হতাশাজনক এবং সহিংস পরিস্থিতিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচন এবং ২০১৪ এর উপজেলা নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। *অধিকার* আশা করে, সবদলের অংশগ্রহণের

---

[১৩] ঢাকায় অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগৃহীত তথ্য।
[14] http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2015/04/150428_mek_city_elex_voting
[১৫] প্রথম আলো, ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[১৬] যুগান্তর, ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[১৭] মানবজমিন, ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[১৮] প্রথম আলো অনলাইন ২৮ এপ্রিল ২০১৫
[১৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন
[২০] মানবজমিন, ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[২১] ডেইলী নিউ এজ, ২৯ এপ্রিল ২০১৫

ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে দেশে দ্রুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নতুবা জনগণ প্রতারিত হতেই থাকবে; যা দেশকে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিবে।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১১ জন নিহত এবং ২৬২ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ১৭ এবং বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ জন ও বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ১৮৪ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

৮. ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের[২২] এক বছরে গত ৫ জানুয়ারি থেকে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের ডাকে অবরোধ ও হরতালের ফলে দেশে অতিসংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০ দলীয় জোট হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়ায় অতিসংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির আপাতত অবসান ঘটে। তবে এই সময়েও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত থেকেছে। এই সব দুর্বৃত্তায়নের বেশীর ভাগই ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটছে এবং প্রায়ই তারা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এই সমস্ত সংঘর্ষে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার হচ্ছে। এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটছে যার মধ্যে দুটি তুলে ধরা হলো ঃ

৯. গত ১১ এপ্রিল কুমিল্লা টাউন হলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আলমের উপস্থিতিতে কর্মী সমাবেশ শেষে সভাপতিসহ নেতারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ছবি তোলার জন্য দুই গ্রুপের নেতা কর্মীদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি হয়। এর জের ধরে দুই গ্রুপের নেতা কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সময় কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলামকে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী নজরুল এভিনিউতে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত ও গুলি করে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে নগরীর ঝাউতলায় মুন হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গত ১২ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।[২৩]

১০. গত ১৭ এপ্রিল দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইফতেখারুল ও বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক অরুণ কান্তির সমর্থক গ্রুপের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান জেমী ও নাহিদ আহমেদ নয়নের সমর্থক গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র জাকারিয়া এবং ভেটেরিনারি অনুষদের মাস্টার্সের ছাত্র মিল্টন নিহত হন। এই ঘটনায় শিক্ষক ফজলুল হকসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হন।[২৪]

১১. *অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে বর্তমানে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ তরুণ সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের দিয়ে ফায়দা হাসিল করছে এবং তরুণদের তাদের দেশ ও সমাজের জন্য সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। অবিলম্বে এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। *অধিকার* দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন

---

[২২] ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২৩] নয়াদিগন্ত, ১৩ এপ্রিল ২০১৫

[২৪] মানবজমিন, ১৮ এপ্রিল ২০১৫

বন্ধের লক্ষ্যে সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

যৌথবাহিনীর অভিযানকালে ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

১২. গত ৭ এপ্রিল গভীর রাতে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে যৌথবাহিনীর অভিযান চলার সময় ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার মাকড়সাপাড়া এলাকায় রাতে যৌথবাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালানোর সময় ওবায়দুর রহমান নামে এক কৃষকের বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়িতে কোন পুরুষ না পেয়ে নারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ঘরের ভেতরে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাংচুর করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার তিলোকী, সূরানপুর, বীরেশ্বরপুর গ্রামে অভিযানের সময় যৌথবাহিনীর সদস্যরা ২০/২৫টি বাড়িতে প্রবেশ করে টাকা, স্বর্ণের গহনা লুট ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাংচুর করেছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকার নারীরা।[২৫]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৩. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে এপ্রিল মাসে ৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৪. নিহত ৯ জনের মধ্যে ৮ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে ১ জন র‍্যাবের হাতে এবং ৭ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

১৫. একই সময়ে ১ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৬. নিহত ৯ জনের মধ্যে ৩ জন ছাত্র শিবির কর্মী এবং ৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১৭. গত ১২ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় আনিসুর রহমান আনিস (১৮) নামে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এক ছাত্র শিবির কর্মীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করার পর তিনি মারা যান। নিহত আনিসুর রহমান মওলানা ভাসানী ডিগ্রী কলেজে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ফয়সাল আহম্মেদ ও অর্থোপেডিক বিভাগের মেডিকেল অফিসার নুরুল ইসলাম *অধিকারকে* জানান, পায়ে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আনিস মারা গেছেন। সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুল ইসলাম *অধিকারকে* জানান, কামারুজ্জামানের ফাঁসির পর জামায়াত-শিবিরের ডাকা গত ১৩ এপ্রিল হরতাল সফল করার লক্ষ্যে গত ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় কয়েকজন শিবির কর্মী আনিসের নেতৃত্বে সদর থানার ওপর দুইটি ককটেল নিক্ষেপ করে। এই সময় পুলিশ ধাওয়া করে আনিসকে আটক করে। পরে রাত আনুমানিক সোয়া বারটায় আনিসকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনার সময় শিবিরকর্মীরা শহর রক্ষা বাঁধ এলাকায় পুলিশকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে। এই সময় সহকর্মীদের ছোঁড়া গুলি আনিসের ডান পায়ে বিদ্ধ হয়। আনিসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে আনিস মারা যান। জেলা জামায়াতের আমির শাহিনুর আলম *অধিকারকে* বলেন, আনিস পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। পুলিশ আনিসকে গত ১২ এপ্রিল রাতে জেলা সদরের নবদ্বীপপুল সংলগ্ন ধানবান্ধি মহল্লার ভাইভাই মেস থেকে আটক করে নিয়ে যায়। এরপর পুলিশ গুলি করে তাঁকে আহত করে এবং ডাক্তাররা আনিসকে কোন চিকিৎসা না দেয়ায় তিনি মারা যান।[২৬]

---

[২৫] নয়াদিগন্ত, ৯ এপ্রিল ২০১৫

[২৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

১৮. গত ২১ এপ্রিল রাত আনুমানিক আড়াইটায় কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের চুনিয়াপাড়া নামক জায়গায় সড়ক সংলগ্ন মাঠে কুষ্টিয়ার মিরপুরে পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মিরপুর উপজেলার লক্ষীধরদিয়া গ্রামের অধিবাসী মিলন আলী (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। পুলিশ দাবি করেছে, নিহত যুবক ডাকাত দলের নেতা মিলন এলাকার একাধিক মামলার আসামী। পরিবারের দাবি, তিন দিন আগেই মিলনকে আটক করেছিল পুলিশ। নিহত মিলন আলীর স্ত্রী ইয়াসমিন আক্তার এবং তাঁর বোন ফেরদৌস আরা অভিযোগ করেন, গত ১৮ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১১টায় গ্রামের আলিম শাহ'র মাজারে যখন ওরশ হচ্ছিল; তখন সেখান থেকে মিরপুর থানার এসআই হালিম এবং এএসআই আতিক এসে মিলনকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে মিরপুর থানায় গিয়ে খোঁজ জানতে চাইলে সেখান থেকে পুলিশ মিলনের কোন খোঁজ জানে না বলে জানায়। মিরপুর থানার এসআই হালিম ঘটনার কথা অস্বীকার করে জানান, তিনি শুনেছেন লক্ষীধরদিয়া গ্রামের মিলনকে তাঁর নাম করে কে বা কারা ধরে নিয়ে গেছে।[২৭]

১৯. এইভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে।

আটকের পর আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পায়ে গুলি করার প্রবণতা

২০. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে এপ্রিল মাসে ১ জন ব্যক্তিকে পুলিশ সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

২১. আইন শৃংখলা রক্ষকারী বাহিনীগুলোর ব্যাপারে দায়মুক্তি বহাল থাকার কারণে অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের দমন করার পাশাপাশি পুলিশ ও র‍্যাব অনেক সাধারণ মানুষের ওপরও হামলা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এইক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন।[২৮]

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইনবহির্ভূত আচরণ

২২. গত ২০ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১০টায় ঢাকার তুরাগ থানাধীন বাউনিয়ার বটতলা এলাকায় সত্তুর বছরের বৃদ্ধ আবদুল মজিদ ওষুধ আনতে বাড়ীর বাইরে যান। এই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাইক্রোবাস থেকে তাঁকে ডাকা হয়। তিনি এগিয়ে গেলে একজন তাঁকে 'মাইক্রোবাসে' উঠতে বলে। আবদুল মজিদ মাইক্রোবাস আরোহীদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা নিজেদের পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। তখন আবদুল মজিদ রাতের বেলায় অপরিচিত সাদাপোশাক পরিহিত লোকদের মাইক্রোবাসে উঠতে অস্বীকৃত জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আবদুল মজিদকে রাস্তায় ফেলে প্রচণ্ড প্রহার করে। আহত আবদুল মজিদকে রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আবদুল মজিদ বলেন, বিএনপি নেতা সালাউদ্দিনসহ আরও কতজনকে ধরে নিয়ে গেছে। তাই জেনে শুনে আমি বিপদে পড়তে চাইনি বলে মাইক্রেবাসে উঠিনি। এই ঘটনা সম্পর্কে তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবে খুদা বলেন, গাজীপুরের জয়দেবপুর থানা পুলিশের একটি দল এই ঘটনা ঘটিয়েছে।[২৯]

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ২ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

---

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[২৮] *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি - মার্চ ২০১৫, এই সময়ে মোট ২৬ জনকে পুলিশ পায়ে গুলি করেছে।

[২৯] প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০১৫

২৪. দেশে গুমের ঘটনা অব্যাহত আছে। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, তাঁদের স্বজনদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই ধরে গুম করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে গিয়ে হস্তান্তর অথবা আদালতে হাজির করছে বা তাঁর লাশ পাওয়া যাচ্ছে।

২৫. গত ৩ এপ্রিল ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার নিজ দোকানের সামনে থেকে যুবদল নেতা তৈয়বুর রহমান তুরান (৩২) কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে সাদা রংয়ের একটি মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যাবার পর ১০ এপ্রিল মাগুড়া সদর উপজেলার সাচানী গামে ঝিনাইদহ-মাগুড়া মহাসড়কের পাশে তাঁর গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ছেলের লাশ পাওয়ার পর তুরানের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং গত ২৯ এপ্রিল তিনিও মারা যান। তুরানের স্ত্রী তানিয়া আক্তার মুক্তি *অধিকার*কে জানান, গত ৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁর স্বামী বাড়ি থেকে ঝিনাইদহ শহরে তাঁর ওয়ার্কশপে যাওয়ার জন্য বের হন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা খবর পান, শহরের আরাপপুর এলাকা থেকে তাঁর স্বামীকে কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে। এরপর তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারেন, কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক নিজেদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুরানকে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি আরো জানান, এই ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ তাঁর স্বামীর আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে।[৩০]

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৬. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ১৬ জন সাংবাদিক আহত, ২ জন হামলার শিকার, ২ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২৭. গত ৪ এপ্রিল দৈনিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের সংগঠন 'সম্পাদক পরিষদ' এর এক সভায় জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর জেলা সংবাদদাতাদের ওপর পুলিশ, প্রভাবশালী রাজনীতিক ও স্থানীয় দুবৃর্ত্তদের নির্যাতন-হয়রানির ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং প্রেস কাউন্সিলের একটি সাম্প্রতিক চিঠির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সম্পাদকদের উদ্দেশে লেখা প্রেস কাউন্সিলের ওই চিঠিতে পেশাদার সাংবাদিকদের কাজের ওপর কিছু শর্ত আরোপের কথা জানানো হয়।[৩১]

২৮. গত ১১ এপ্রিল আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের জেলে আটক থাকার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল ডিবি পুলিশ মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে।[৩২] এরপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে একটি কম্পিউটার ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করে এবং রাত পৌনে ১১ টায় ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়।[৩৩]

২৯. নোয়াখালী জেলার মাইজদী শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু টেলিফোনে যুগান্তর পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মো: হানিফকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। হুমকির ঘটনাটি গত ২৪ এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশ করা হলে আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু ক্ষিপ্ত হয়ে রাফী, রাজিব ও রাজু সহ ৪/৫ জন দুবৃর্ত্তকে নিয়ে টাউন হলের মোড়ে মো: হানিফের অফিসে একইদিন বিকেল আনুমানিক ৪টায় হামলা চালায়। দুবৃর্ত্তরা হানিফকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে জখম করে এবং অফিসের অবসাবপত্র ভাংচুর করে। এরপর স্থানীয়রা হানিফকে উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।[৩৪]

---

[৩০] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য।

[৩১] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০১৪

[৩২] ২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় মামলা দায়েরের পর থেকেই মাহমুদুর রহমান গ্রেপ্তার এড়াতে আমার দেশ অফিসে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য মাহমুদুর রহমান বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সালের ২ জুন গ্রেপ্তার হয়ে নয় মাস কারাগারে ছিলেন এবং তখনও তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো । সেই সময়েও সরকার আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

[৩৩] ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ২০১৩

[৩৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৩০.শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে।

৩১.গত ২৩ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে খালেদা জিয়া ও তাঁর গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত মানবন্ধনে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রজন্ম লীগ।[৩৫] এরপর গত ২৫ এপ্রিল একই জায়গায় খালেদা জিয়া ও তাঁর গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে স্বাধীনতা ফোরাম আয়োজিত মানববন্ধনে সরকার সমর্থক আমির হোসেনের নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন নেতাকর্মী হামলা চালায়। এই সময় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য খালেদা ইয়াসমিনকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়।[৩৬]

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৩২.২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকা জেলার সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি নয়তলা ভবন ধসে পড়লে বহু মানুষ হতাহত হন। সেই সময় এই ভবনের ৫টি গার্মেন্টসে আনুমানিক পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন। এই ঘটনায় উদ্ধারকারীরা ১১৩৫টি মৃতদেহ এবং ২৪৩৮ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন। *অধিকার* দুই বছর আগে ত্রুটিপূর্ণ এই ভবন ধসে শত শত শ্রমিকের হতাহত হওয়ার ঘটনাটি বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছে। রানা প্লাজার মত অনেক ভঙ্গুর এবং অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভবন এখনও রয়েছে, যেগুলো যে কোন সময় ধসে পড়ে বহু মানুষের হতাহতের কারণ হতে পারে। তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কিছু ব্যক্তির চরম দায়িত্বহীনতা ও সরকারের গুরুতর গাফিলতির কারণে বার বার শ্রমিকদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসছে। *অধিকার* মনে করে, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের ঘটনাসহ অতীতের সবগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা এই দায়মুক্তির চলমান পরিস্থিতি নতুন কোন বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৩৩.এপ্রিল মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া ১০ জন শ্রমিক আগুন আতংকে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে আহত হয়েছেন।

৩৪.গত ১৬ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লার পুর্ব ইসদাইরে জব্বার ফ্যাশন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কারখানাটি অন্যত্র সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। গত ১৯ এপ্রিল সকালে শ্রমিকরা কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালান। এই সময় পুলিশ বাধা দিলে তাঁদের সঙ্গে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ ও শর্টগানের গুলি ছোঁড়ে। এতে সাত জন নারী শ্রমিক রেহানা (১৯), পারভীন (২২), মরিয়ম (১৮), শিউলী (২২), রেখা (২৫), রোজিনা (২২) এবং মুন্নি (২১) গুলিবিদ্ধসহ আরো ১০ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে সহকর্মীরা নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুরে ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যান। আরেকটি ঘটনায় শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গত ২৫ এপ্রিল ফতুল্লা কাঠেরপুল এলাকার ক্যাডটেক্স গার্মেন্টস অনির্দিষ্টাকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা গত ২৬ এপ্রিল সকালে কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে সেখানে জড়ো হন। এক পর্যায়ে তাঁরা পাশের কারখানার শ্রমিকদের বের আনার চেষ্টা চালান। এই সময় তাঁরা কয়েকটি কারখানা

[৩৫] মানবজমিন, ২৬ এপ্রিল ২০১৫
[৩৬] যুগান্তর, ২৬ এপ্রিল ২০১৫

লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। এই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশ শর্টগানের গুলি ছুঁড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে ১০ জন শ্রমিক আহত হন বলে শ্রমিকরা দাবি করেছেন।[৩৭]

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৯ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫ জনকে গুলি করে ও ৪ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এই মাসে মোট ৪ জন বিএসএফ এর হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ৩ জন গুলিতে এবং ১ জন নারী নির্যাতনে আহত হন।

৩৬. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

৩৭. যশোরের শার্শা উপজেলার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে শার্শা উপজেলার পুটখালী গ্রামের আকু মিয়া (৩১) ও শান্ত মিয়া (৩৫) নামে দুই বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন। দৌলতপুর বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার আমজাদ হোসেন অধিকারকে জানান, বাংলাদেশী কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী গত ১১ এপ্রিল ভোর আনুমানিক সাড়ে পাঁচটায় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত থেকে গরু নিয়ে ফিরছিলেন। এই সময় দৌলতপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতের কালিয়ানি বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা পুটখালী সীমান্তের মাঝামাঝি ভারতের ঘোনার মাঠ এলাকায় তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এই সময় গুলিতে আকু ও শান্তসহ আরো কয়েকজন গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে গুলিবিদ্ধ শান্ত মারা যান। পরে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক আকু মিয়াকেও মৃত ঘোষণা করেন।[৩৮]

৩৮. গত ২২ এপ্রিল বেলা আনুমানিক ১১টায় বেনাপোল চেকপোস্টের ওপারে ভারতের পেট্রাপোল দিয়ে বৈধ পথে দেশে ফেরার সময় যশোর শহরের চাঁচড়া এলাকার হাসুরা খাতুন (৩৫) নামে এক বাংলাদেশী নারীকে বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করা হয়। ঘটনার সময় হাসুরা খাতুনের সঙ্গে থাকা তাঁর চাচাতো বোন টুনি বেগম বলেন, তাঁরা দু'বোন একসঙ্গে ভারত থেকে ফিরছিলেন। পেট্রাপোল চেকপোস্টের কাছে এসে তাঁরা স্বজনদের জন্য কিছু ভারতীয় মালামাল কেনাকাটা করেন। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের যাবতীয় কাজ শেষ করে বাংলাদেশে ঢোকার আগ মুহূর্তে নো-ম্যান্সল্যান্ড থেকে হঠাৎ বিএসএফ সদস্যরা হাসুরাকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এই সময় বিএসএফ সদস্যরা কিনে আনা ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে নিতে ঘুষ দাবি করে। ঘুষ না দেয়ায় তারা হাসুরাকে মারধর করে। এক পর্যায়ে হাসুরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় একটি ভ্যানে উঠিয়ে বাংলাদেশ সীমানার দিকে পাঠিয়ে দেয় বিএসএফ। বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে এই ঘটনার কথা প্রকাশ না করতে শাসায়। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম খান বিএসএফ সদস্যদের হাতে বাংলাদেশী নারী নির্যাতনের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন,

[৩৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৩৮] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

ঘটনা শুনে তাঁরা নো-ম্যান্সল্যান্ডে গিয়ে অচেতন অবস্থায় হাসুরাকে উদ্ধার করেন। এই সময় তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।[৩৯]

৩৯. *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লংঘন

৪০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যেই এই ধরণের হামলা বারবার হচ্ছে ও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে।

৪১. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বনগ্রাম এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে ও কয়েকটি বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে লুটপাট ও ভাংচুর করেছে। বনগ্রামের বাসিন্দা সুনীল চন্দ্র বর্মনসহ স্থানীয়রা জানান, গত ১৯ এপ্রিল রাতে স্থানীয় প্রভাবশালী রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩টি মাইক্রোবাসে ৫০-৬০ জন দুবৃর্ত্ত বনগ্রামের 'বনগ্রাম শ্রী শ্রী সুধন্য কৃপাময়ী কালি মন্দির' এলাকায় গিয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। পরে দুবৃর্ত্তরা সুরেন্দ্র চন্দ্র বর্মনসহ আশে পাশের কয়েকটি বাড়ি ও দোকন ভাংচুর করে এবং টাকা লুট করে। এই সময় দুর্বৃত্তরা কালি মন্দিরের চারটি প্রতিমা ভাংচুর করে। এই ঘটনায় অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন।[৪০]

৪২. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪৩. ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে ১৫ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪৪. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৫. এপ্রিল মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌন হয়রানী, ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানী

৪৬. গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কারন ঐ ঘটনাগুলো প্রকাশিত হয়নি। তবে *অধিকারএর* প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ৬ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ২ জন লাঞ্ছিত এবং ৪ জন বখাটে কর্তৃক বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

৪৭. গত ১৪ এপ্রিল নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় এলাকার রাজু ভাস্কর্যের উত্তরদিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটকের পাশে দুবৃর্ত্তরা বেশ কয়েকজন নারীর ওপর যৌন আক্রমণ চালায়। কিশোরী হতে শুরু করে সব বয়সের বিভিন্ন নারী এই যৌন আক্রমণের শিকার হন। ঘটনাগুলো জানাজানি হয় যখন ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা

---

[৩৯] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৪০] নয়া দিগন্ত ২১ এপ্রিল ২০১৫/ *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

বিশ্বদ্যিালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দীসহ কয়েকজন যৌন আক্রমণের শিকার নারীদের আক্রমণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন এবং অনুসন্ধানের পর সিসিটিভি ক্যামেরায় যা ধরা পড়ে। লিটন নন্দী জানান, শাহবাগ থেকে টিএসসি আসার পথে তাঁরা কয়েকজন দেখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে ৩০-৩৫ জনের একদল যুবক ভীরের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে বেশ কয়েকজন নারীকে যৌন আক্রমণ করছে। এই সময় তিনি আক্রমণকারীদের বাধা দিতে গেলে আক্রমণকারীদের ধাক্কায় পড়ে যান এবং তাঁর হাত ভেঙ্গে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়টি ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রক্টর এ এম আমজাদকে জানানো হলেও তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনার সময় পুলিশ সদস্যরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচ দুর্বৃত্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হলেও পরে এদের ছেড়ে দেয়া হয়।[৪১] এই ঘটনায় গত ১৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো: সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ যৌন হয়রানীর ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনতে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন।

৪৮. গত ১৪ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রী নিবাসে ফিরছিলেন। ছাত্রী নিবাসে ফেরার পথে চৌরঙ্গীর মোড়ে শহীদ সালাম বরকত হলের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের পাঁচ জন কর্মী তাঁদের পথ আটকে এক ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির ছাত্রীকে ধরে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। এই সময় তারা এই ছাত্রীটির সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করে এবং ছাত্রীর কাছে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ওই সময় ছাত্রীদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন জড়ো হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা পালিয়ে যায়। যৌন হয়রানীর শিকার ঐ ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠি মিলে পাঁচ ছাত্রলীগের কর্মীর বিরুদ্ধে প্রক্টর তপন কুমার সাহার কাছে অভিযোগ করেন। কিন্তু প্রক্টর অভিযোগটি আমলে না নিলে তাঁরা ভিসি বরাবর আরেকটি অভিযোগ করেন। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যকরি কমিটির সদস্য নিশাত ইমতিয়াজ বিজয়, সালাম-বরকত হল শাখা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক নাফিজ ইমতিয়াজ, ছাত্রলীগ কর্মী রাকিব হাসান, আব্দুর রহমান ইফতি ও নুরুল কবির।[৪২]

৪৯. গত ২৬ এপ্রিল ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পথ দিয়ে হাঁটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসন বিভাগের এক শিক্ষিকার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র আরজ মিয়ার ধাক্কা লাগে। এতে আরজ মিয়া ওই শিক্ষিকাকে চড় মারেন এবং তাঁর গায়ের ওড়না ধরে টানাটানি করেন। এই ঘটনার পর ওই শিক্ষকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ছাত্রলীগ নেতা আরজকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কিন্তু পুলিশ আরজ মিয়াকে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল ছাত্রলীগ কর্মী পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আরজ মিয়াকে ছিনিয়ে নেয়।[৪৩]

৫০. *অধিকার* নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর প্রতি যৌন হয়রানী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে অতীতের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ার কারণে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। *অধিকার* অবিলম্বে দোষীদের সনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

---

[৪১] মানবজমিন ও প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১৫

[৪২] মানবজমিন ১৭ এপ্রিল ২০১৫

[৪৩] আমাদের সময় ২৭ এপ্রিল ২০১৫

যৌতুক সহিংসতা

৫১.এপ্রিল মাসে ১১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫২.গত ১৩ এপ্রিল রাতে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলায় মালিকা রানী (২০) নামে এক গৃহবধুকে যৌতুকের কারণে তাঁর স্বামী সুধাংশু ও তাঁর বাড়ির লোকজন হত্যা করে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মালিকা রানী ও সুধাংশুর বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের পর থেকেই মালিকার শ্বশুড় বাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য তাঁর ওপর চাপ দিতো।[৪৪]

ধর্ষণ

৫৩.এপ্রিল মাসে মোট ৪১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২০ জন নারী, ২০ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ২০ জন নারীর মধ্যে ১৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২০ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ৩ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৪.গত ১৬ এপ্রিল কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুড়ে দুই কলেজ ছাত্রী বই কেনার জন্য উলিপুর বাজারে আসেন। এরপর বই কেনা শেষে বাড়ি ফেরার জন্য বাস টার্মিনাল সংলগ্ন একটি তেলের ডিপোর উঠানে থাকা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। এই সময় এরফান আলী নামে এক ব্যক্তি ও তার ৭/৮ জন সহযোগী ডিপোর পাহারাদারকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দুই কলেজ ছাত্রীকে ধরে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরে তাঁদের সঙ্গে থাকা মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। পুলিশ দুই ধর্ষক এরফান, আতিক ও পাহারাদার নগেনকে গ্রেফতার করেছে।[৪৫]

এসিড সহিংসতা

৫৫.এপ্রিল মাসে ৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১জন নারী, ৩ জন পুরুষ ও ১ জন মেয়ে শিশু।

৫৬. গত ১৪ এপ্রিল গভীর রাতে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার বাইশালী ইউনিয়নের গরোৎদ্দার গ্রামে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সুমাইয়া আক্তার ও তার বড় বোন ঝুমুর খানের ওপর দুর্বৃত্তরা এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে তাদের পিঠ ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঝলসে যায়। উভয়কে বানারীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।[৪৬]

৫৭.*অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা দায়মুক্তি ভোগ করায় তারা লাগামহীনভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটাচ্ছে। এছাড়া নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[৪৪] ডেইলি স্টার, ১৬ এপ্রিল ২০১৫

[৪৫] যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০১৫

[৪৬] প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৫

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৫৮. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৪৭] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৫৯. *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৬০. গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৬১. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

[৪৭] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৫*						
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মোট
**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৮	৫৯
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১	১৩
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	০	১
	অন্যান্য	০	২	০	০	২
	মোট	১৮	৩৮	১২	৯	৭৭
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৮	১	২৭
গুম		১৪	৯	১০	২	৩৫
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৯	১৭
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	৪	২৭
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	০	১৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	১৬	৪১
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২	৪
	লাঞ্ছিত	২	১	০	০	৩
	নির্যাতন	০	০	১	০	১
	গ্রেফতার	২	০	১	১	৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩৩	১১	১৩২
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৮০	২৬২	৩৫১১
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১৫	১১	৫৪
ধর্ষণ		৩৩	৪৪	৪০	৪১	১৫৮
***যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৯	১৯	৬	৫৩
এসিড সহিংসতা		৮	৪	৩	৫	২০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	১৫	৪২

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

***গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানের অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

সুপারিশসমূহ

১. সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে দ্রুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং সহিংসতার দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৬. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ[৪৮] রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সরকারকে অবশ্যই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এঁদের উপর আক্রমনকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৯. ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নারীদের যৌন হয়রানীর ঘটনাসহ বিভিন্ন ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সকল নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১২. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানী করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সকল মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

[৪৮] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।